স্টোরিজ ফ্রম

সহিহ বুখারি

হাদিসের গল্প-১

মাওলানা সাবেত চৌধুরী

ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ
ও জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

সম্পাদনা

সাজ্জাদ শরিফ

লেখক ও সম্পাদক

প্রকাশনায়:

কাতেবিন

ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার
(মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া)
০১৬৭৬৫৯৯৩২৪

উৎসর্গ

রুমাইসা চৌধুরী
৮ ডিসেম্বর ২০২১
পৃথিবীতে এসে আমাদের ঘর
আলোকিত করেছে

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের মুহাদ্দিস

হযরত মাওলানা নাসীম আরাফাত দা. বা.-এর

দু'আ ও অভিমত

নবী-সাহাবিদের যুগ পৃথিবীর ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। এ অধ্যায় আলোকিত, দিপান্বিত। এ অধ্যায় অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তাই এ অধ্যায়কে বলা হয় খাইরুল কুরুন। শ্রেষ্ঠতম যুগ।

এ অধ্যায়ে প্রতিটি মানুষ স্বরণীয়, বরণীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। প্রতিটি মানুষ হিদায়াতের মিনার। আঁধারের আলো। এরা হিরক খণ্ড, পরশ পাথর। এদের জীবনের প্রতিটি কাহিনী, প্রতিটি গল্প আমাদের পরকালের পাথেয়, হিদায়াতের অমূল্য সামান। নিকষ অন্ধকারে আলোর স্ফূরণ।

কিশোরদের নির্মল অন্তরে গল্পের প্রভাব অনেক বেশি। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে অনেক অমূল্য সাহিত্য সম্ভার রয়েছে সব ভাষায় সব জাতির মাঝে। যুগ থেকে যুগান্তর।

'স্টোরিজ ফ্রম সহিহ বুখারি' বইটিতে স্নেহের সাবেত চৌধুরী হাদিসের গল্পভাষ্য, অনুবাদ ও সংকলন করেছে। সহিহ বুখারির যে হাদিসের গল্পগুলো তাকে বেশ মুগ্ধ করেছিল; প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছিল; সেগুলো সে মলাটবদ্ধ করতে বিলম্ব করেনি। আমাদের শিশু-কিশোরদের অঙ্গনে এ ধরণের গ্রন্থের খুব বেশি প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের জীবন কাহিনী জানা খুবই দরকার। তাই সাবেত চৌধুরীর জন্য রইল দু'আ ও শুভকামনা।

মনমোহনী, হৃদয়স্পর্শী লেখার জন্য অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। দীর্ঘ সাধনার দরকার। উপস্থাপনার কলাকৌশল অর্জনে আরো মেহনত দরকার। চিন্তা ও কল্পনা শক্তি আরো শাণিত করা দরকার। তাই লেখতে হবে। পড়তে হবে। চিরায়ত সাহিত্যের গ্রন্থ পড়তে হবে। লেখার চেয়ে বেশি পড়তে হবে। তাহলেই সফলতা পদচুম্বন করবে।

বইটি পড়েছি। গল্পগুলো ভাল লেগেছে। এক মলাটে সাহাবায়ে কেরামের অনেকগুলো গল্প। অনেকগুলো কাহিনী। আশাকরি, অনাগত প্রজন্মের জীবন সাজাতে তা বিস্ময়কর প্রভাব ফেলবে। চরিত্রকে ফুলেল করতে তা এক ধাপ এগিয়ে থাকবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

নাসীম আরাফাত

৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

লেখকের কলাম

মুনশি ভাই আলোকিত বাংলাদেশে হাদিসের গল্প দিতে অনুরোধ করতেন। সম্ভবত প্রতি শনিবার বা বুধবারের মধ্যে লেখা জমা দিতে হতো। দু'তিনটা গল্প তো তার বারবার ইনবক্সে আগ্রহ উদ্দীপনা দেওয়ার কারণে লিখে ফেলি। এক সময় তিনি আর অনুরোধ করলেন না, লেখাও বন্ধ করে দিলাম।

এরপর অশ্রু প্রকাশনের যুবায়ের ভাই তিনটি গল্প পড়লেন। আমার মতো অলস থেকে এর মধ্যে 'তাকি উসমানী দা. বা.-এর 'রমাদান প্রিপারেশন' বইটি ছেপেছেন। তারপর অনবরত বলতে লাগলেন বুখারির গল্পগুলো যেন ছাপার অক্ষরে আসে। বাবা ইন্তেকালের পর থেকে একটা শূন্যতা অনুভব করি। আর নিজে বাবা হওয়ার পর থেকে ব্যস্ততা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। লেকচারের দারুত তাকবিরের চাকুরি ছেড়ে পাড়ি জমাই 'মাকতাবাতুল হুদা'য়, উস্তাযে মুহতারামের শীতল ছায়ায় দিনগুলো আরও স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। মাকতাবার সময়গুলো কাটে ব্যাপক ব্যস্ততায়। আজ কাল করতে করতে প্রুফের জন্য প্রিন্ট করা কপি টেবিলে পড়ে থেকে ধুলো জমে যায়।

লেখা তো শেষ করে বসে আছি, প্রুফ দেখবে কে? তার উপর অনেক দিন পুরনো লেখা। সাজ্জাদ শরিফ তার একটি ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে এলো মাকতাবায়। লেকচারে ওর সম্পাদনা আমার বেশ ভালো লাগত। ভাষায় সাবলীলতা আছে। তাই প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে তুলে দিলাম। তার কলমের আঁচড়ে ফাইল আহত হয়ে নিহত প্রায়। এতে সময় আরও গড়িয়ে গেল। পরিশেষে সোনার হরিণ হাতে পেলাম।

গল্পের আঙ্গিকে লেখা হাদিসগুলো। হাদিসের গল্পভাষ্য করতে গিয়ে কোথাও যেন হাদিসের মান নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। আরবি ইবারতের সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। সহিহ বুখারির প্রায় তেষট্টি হাদিসের সমন্বয়ে গঠিত গল্পগুলো। আশাকরি পাঠক প্রতিটি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন মেসেজ পেয়ে যাবেন। নবীজির কথাগুলো আমাদের মনে হেদায়েতের ঊষাস্নিগ্ধ আলোরূপে প্রতিভাত হবে। আমরা আলোকিত মানুষ হবো। আলোকিত জ্ঞানী হবো। সেই প্রত্যাশায়। আমরা শতভাগ চেষ্টা করেছি নির্ভুল করে ছাপতে; বিজ্ঞ পাঠক! এরপরও কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। কোথাও দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী মুদ্রণে আমরা ঠিক করে দেবো। ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দীনের দাঈ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

সাবেত চৌধুরী
২২/০২/২০২৩

সম্পাদকের কলাম

গল্প কাকে বলে? সাহিত্যের ভাষায় গল্পের সংজ্ঞা দিলে বলতে হয়; গল্প হলো, কোনো কাল্পনিক বা বাস্তব ঘটনার বিবরণ যা মানুষ ভাষায় প্রকাশ করে, লিখে কিংবা মুখে বলে। এক্ষেত্রে গল্পের বিষয়বস্তুর আভাস দেওয়া হয় গল্পের শিরোনামের মাধ্যমে। সেই গল্প যদি হয় আকর্ষণীয় তাহলে শুধু গল্প শুনেই এক রাত পার করে দেওয়া যায়। মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য গল্পের কলকব্জার গাঁথুনি যদি হয় সুদৃঢ় চিত্তাকর্ষক তা হলে তো কথা-ই নেই। কিন্তু সুদৃঢ় বন্ধনীতে আবদ্ধ গল্পের ভাঁজে যদি থাকে ইতিহাসের আনকোরা উপাদান; যদি থাকে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর জীবনাচার তাহলে সেই গল্প শুধু গল্পই থাকে না; হয়ে ওঠে ইতিহাসের আলোচিত সারনির্যাস। ফলে মানুষ শুধু গল্পই পড়ে না; পড়ে একটি যুগের মানুষের জীবনাচার।

যে জীবনগল্পের ভাঁজে ভাঁজে থাকে শিক্ষনীয় উপাদান। থাকে সেই যুগের মানুষের জীবন ও যাপিত সময়ের আখ্যান। সময় ও কালের সাক্ষী হয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় গল্পভাষ্যের চিত্রিত বর্ণনায়।

এজন্যই কোনো কাল্পনিক বিষয়ে নয়; এ বইয়ের গল্পগুলো চিত্রিত হয়েছে দুনিয়া আখেরাতে চূড়ান্ত সফলতা লাভের একমাত্র দিশারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, উম্মাহর শেষ আশ্রয় প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোকিত হাদিসের আলোকে। শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের জীবনের নানান দিক হাদিসের ভাষা থেকে গল্পভাষ্যে রূপ দিয়েছে সাবেত চৌধুরী। একজন প্রতিভাবান তরুণ লেখিয়ে। তার লেখা গল্পভাষ্যগুলো পড়েই মুগ্ধ হয়েছি।

শিক্ষনীয় ও দিকনির্দেশনায় পূর্ণ এ গল্পগুলো তরুণ-কিশোরদের যেমন সুন্দরের পথ দেখাবে; তেমনি যে কোনো বয়সী পাঠকের মনে দাগ ফেলবে। নিজেদের সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবন গঠনের পাথেয় যোগাবে। সাবেত রুচিশীল চিন্তার অধিকারী। প্রখর মেধার অধিকারী এই তরুণ আলেম আগামী দিনে আরও সুন্দর ও ভালো কাজ দেবে সেই প্রত্যাশা করি। আল্লাহ তার সব কাজ দীন ও উম্মাহর কল্যাণে কবুল করুন। আখেরাতে নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন।

সাজ্জাদ শরিফ
মরিয়ম ভিলা
০৫-০১-২০২৩

সূচিপত্র

গল্প নং		পেজ নং
১.	ওহি এলো তাঁর কাছে	১১
২.	মেরাজের ঘটনা	১৩
৩.	সদকার ফযিলত	১৭
৪.	আবু বকর রা.-এর বরকত	১৮
৫.	মক্কার এক যুবক মুসআব ইবনে উমাইর	২০
৬.	নবীজির দোয়া	২১
৭.	সন্তানদের প্রতি ইনসাফ করো	২২
৮.	সিদ্দিক ও শহিদ	২২
৯.	লাভজনক সম্পদ	২৩
১০.	রাসুলের সত্যায়ন	২৪
১১.	আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিতে ছাড় নেই	২৫
১২.	হালাল আহারে অনন্য আবু বকর রা.	২৬
১৩.	মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ	২৬
১৪.	ইফক-অপবাদের ঘটনা	২৭
১৫.	সুরা ফাতিহা ও এক রুকাইয়ার ঘটনা	৩৩
১৬.	বিস্ময়কর মাছ	৩৪
১৭.	জীবের প্রতি দয়া করা	৩৫
১৮.	একজন শহীদের ঋণ আদায়	৩৫
১৯.	সর্বোত্তম মানুষ : তুমিই দাজ্জাল	৩৬
২০.	দাতার হাত গ্রহীতার হাতের উপরে	৩৭
২১.	হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা	৩৮
২২.	শয়তানের যম আয়াতুল কুরসি	৩৯

২৩. সমুদ্র অভিযান ৪১
২৪. তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছে..... ৪২
২৫. এক হত্যাকারী ৪৪
২৬. জান্নাতের সবুজ পাখি..... ৪৫
২৭. অঙ্গীকারপূর্ণকারী সেই ব্যক্তিটি ৪৬
২৮. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র রাত্রিযাপন ৪৭
২৯. উত্তম বস্তু দিচ্ছি..... ৪৮
৩০. ওপারের ভয় ৪৯
৩১. বনি ইসরাইলের অপবাদ..... ৫০
৩২. বিস্ময়কর সেই হারটি..... ৫১
৩৩. আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর জ্ঞানের গভীরতা..... ৫২
৩৪. আমাকে পুড়িয়ে দিয়ো ৫২
৩৫. প্রতিদানের কৃতজ্ঞতা ৫৩
৩৬. আবু বকর রা.-এর সন্তান-সন্ততিদের ফযিলত ৫৫
৩৭. পিপীলিকার গ্রাম..... ৫৫
৩৮. বিস্ময়কর গরু ও নেকড়ে ৫৬
৩৯. এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা..... ৫৭
৪০. গুহাবাসীর মুক্তি..... ৫৯
৪১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুগ্রস্ত হলেন..... ৬২
৪২. কোলের শিশু কথা বলে..... ৬৩
৪৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঈলার ঘটনা..... ৬৫
৪৪. বান্দা ও আল্লাহর কথোপকথন ৭১
৪৫. হাতিব তো মুনাফিক নয়!..... ৭৪
৪৬. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা ৭৭
৪৭. রাসুলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারকারীর শাস্তি..... ৮০
৪৮. তুমি নামাজ পড়ো নি! ৮২
৪৯. অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া..... ৮৩
৫০. ইবরাহিম আ. ও অত্যাচারী বাদশা..... ৮৪
৫১. বিরলতম সততা ৮৬

৫২. খিজির আ. ও মুসা আ. ৮৬
৫৩. মুসা আ. ও জান কবজকারী ফেরেশতা ৯১
৫৪. শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য আসনে আবু বকর রা..... ৯২
৫৫. অসৎ নারী ও পিপাসর্ত কুকুর.....৯৩
৫৬. কাব ইবনে মালেক রা.-এর তাওবা ৯৪
৫৭. বিস্ময়কর ডেকচি ১০৪
৫৮. সুলায়মান আ.-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার ১০৫
৫৯. উম্মে সুলাইমের ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা ১০৬
৬০. হিংসা-বিদ্বেষ না করার প্রতিদান জান্নাত..... ১০৮
৬১. লোভের পরিণতি ১১১
৬২. বিচার দিবসের সঙ্গী..... ১১৩
৬৩. দাজ্জাল আসছে... ..... ১১৬

ওহি এলো তাঁর কাছে

নবীজি একদিন স্বপ্নে দেখেন, ঊষাস্নিগ্ধ প্রভাতের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে চারদিক। প্রথম ওহি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এভাবেই আসে। সত্য স্বপ্নরূপে। এরপর থেকে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি হেরা গুহায় নির্জনে থাকতে শুরু করেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আবার ফিরে যেতেন হেরা গুহায়। পরম প্রভুর বিভোর ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন ইবাদতের জায়নামাজে।

খাবার শেষ হলে প্রিয়তমা খাদিজার কাছে ফিরে এসে খাবার নিয়ে যেতেন।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো দিন। অন্যান্য দিনের মতোই সেদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন প্রিয়নবী। উম্মাহর মুক্তিচিন্তায় বিভোর তিনি। এমন সময় আসমানের ফেরেশতা সরদার নেমে এলেন মাটির এই হেরা গুহায়। জিবরিলে আমিন আ. তিনি।

ফেরেশতা তাকে বললেন—

—পড়ো,

—আমি তো পড়তে জানি না। নবীজির সরল উত্তর।

জিবরিল আ. তাঁকে বুকের সাথে জোরে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন—

—পড়ো,

—আমি পড়তে পারি না।

ফেরেশতা সরদার আবারও তাঁকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। এত জোরে চাপ দিলেন যে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন—

—পড়ো।[১]

—আমি পড়তে জানি না। রাসুলের বিনীত জবাব।

হযরত জিবরিল আ. আবারও বুকে জড়িয়ে তৃতীয়বারের মত জোরে চাপ দিলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন—

---

১. সূরা আলাক : ১

–পড়ো, তোমার প্রভুর নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘রক্তপিণ্ড’ থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[১]

এ পাঁচটি আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। ভয় পেলেন। তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বললেন, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও।’ তিনি চাঁদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ভয় দূর হল। তখন তিনি খাদিজা রা-এর কাছে সব খুলে বললেন। নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। খাদিজা রা. তাঁকে অভয় দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

খাদিজা রা. তাঁকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গেলেন, যিনি জাহেলি যুগে ঈসায়ি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানি ভাষা জানতেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে ইবরানি ভাষায় ইনজিল অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা রা. তাঁকে বললেন, চাচাতো ভাই আমার! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব বিস্তারিত বললেন।

তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, তিনি সেই দূত–যাকে আল্লাহ মুসা আ.-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার স্বজাতি তোমাকে বের করে দেবে। রাসুল বললেন, তাঁরা কী আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যে ব্যক্তিই তোমার মতো দীন নিয়ে এসেছেন; তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রা. ইন্তেকাল করেন।

---

১. সূরা আলাক : ১-৫